খোলা আকাশের নিচে পাঠদান

তালতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি
০১ এপ্রিল ২০২৬, ১২:০০ এএম

তালতলীতে একটি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ কালবৈশাখীতে বিধ্বস্ত হওয়ায় খোলা আকাশের নিচেই চলছে পাঠদান। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে শিক্ষার্থীরা, ব্যাহত হচ্ছে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম। উপজেলার কড়ইবাড়িয়া ইউনিয়নের ঝাড়াখালী আলহাজ নাসির উদ্দিন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ ৩৩ বছরেও পাকা ভবন পায়নি। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ১৫৪ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে প্রতিদিন ১২০ জনের বেশি উপস্থিত থাকে। শিক্ষক রয়েছেন ৬ জন।

সম্প্রতি বয়ে যাওয়া কালবৈশাখীতে বিদ্যালয়ের একমাত্র ঘরটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে সেটি এখন পাঠদানের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে বেঞ্চ ও আসবাবপত্র মাঠে এনে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস নিতে হচ্ছে।

সরেজমিন দেখা যায়, প্রচণ্ড রোদে শিক্ষার্থীরা মাঠে বসে পাঠ নিচ্ছে। গরমে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, ঘামে ভিজে যাচ্ছে বই-খাতা। এতে মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি এলে ক্লাস সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি করেছে।

অভিভাবকরা বলছেন, এভাবে বেশিদিন পাঠদান চালানো সম্ভব নয়। স্থানীয় অভিভাবক আব্দুর রহিম, কারিমা বেগম ও মরিয়ম বেগম জানান, তীব্র গরমে মাঠে বসে পড়াশোনা করলেও বর্ষা মৌসুমে তা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। তখন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তারা দ্রুত বিদ্যালয়ের ভবন পুনর্নির্মাণের দাবি জানান।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবু হানিফ বলেন, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনটি এখন সম্পূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে মেরামত বা নতুন ভবন নির্মাণ ছাড়া স্বাভাবিক পাঠদান চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় দ্রুত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে তিনি জানান।

এ বিষয়ে তালতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি তার নজরে এসেছে। দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে বিদ্যালয়টি মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।